প্রথম আলো

তারিখ 31 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম 2

# কমেছে পরীক্ষার্থী, ঝরে গেছে দুই লক্ষাধিক

## হরতাল-অবরোধ থাকলেও কাল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

চলতি বছরের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) এবং সমমানের আলিম, এইচএসসি (বিএম) ও ডিআইবিএস পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা গতবারের চেয়ে ৬৭ হাজার ৪৯০ জন কমেছে। এ ছাড়া দুই বছর আগে নিবন্ধন করেও দুই লক্ষাধিক নিয়মিত শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিচ্ছে না।

ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী কাল ১ এপ্রিল বুধবার আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে শুরু হচ্ছে এই পরীক্ষা। গতকাল সোমবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পরীক্ষার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এবার অবরোধ-হরতাল থাকলেও ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ীই পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রণালয়। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, যেকোনো বাধা-বিপত্তি আসুক না কেন, ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী ১ এপ্রিল থেকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হবে।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোনো ধরনের দুর্ঘটনা হলে তার দায়দায়িত্ব তাঁদেরই নিতে হবে—যাঁরা মানুষ হত্যা করছে, পেট্রলবোমা মারছে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটের উদ্দেশে তিনি বলেন, ক্রিকেট খেলার কারণে হরতাল বন্ধ করতে পারেন, তাহলে পরীক্ষার জন্য কেন হরতাল বন্ধ করতে পারেন না? ২০-দলীয় জোট এবার পরীক্ষা হরতালের আওতামুক্ত রাখবে বলে তিনি আশা করেন।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবার ১০ বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ১০ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন। গত বছরের চেয়ে এবার মোট পরীক্ষার্থী কমেছে ৬৭ হাজার ৪৯০ জন। এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, ২০১৩ সালে এইচএসসিতে পাসের হার কম ছিল। ফলে ২০১৪ সালে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী বেশি থাকায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল। এ ছাড়া এ পর্যায়ে এসে মেয়েদের ক্ষেত্রে এক ধরনের বাধা থাকে। আবার দারিদ্র্যও একটি বাধা। তার পরও কেন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম, তা খুঁজে বের করা হচ্ছে।

ঝরে পড়ার চিত্র: সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১০ বোর্ডে দুই বছর আগে (২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ) নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে নিবন্ধন করে ১০ লাখ ৭১ হাজার ২৯২ জন। এদের মধ্যে থেকে নিয়মিত হিসেবে এবার পরীক্ষা দিচ্ছে আট লাখ ৬০ হাজার ৯৯৯ জন। এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ঝরে পড়া এখনো বড় চ্যালেঞ্জ। নিবন্ধন করার পরও কারা, কেন পরীক্ষা দিল না তার হিসাব এখন থেকে স্কুল-কলেজকে দিতে হবে। এ ছাড়া ঝরে পড়ার কারণগুলো খতিয়ে দেখা হবে।

সময়সূচি অনুযায়ী ১ এপ্রিল শুরু হয়ে লিখিত পরীক্ষা শেষ হবে ১১ জুন। তবে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের কারণে ২৬ থেকে ২৯ এপ্রিলের পরীক্ষা পরিবর্তন করে সুবিধাজনক সময়ে দেওয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবু বক্কর ছিদ্দিকসহ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ডের কয়েকজন কর্মকর্তা।